জামাতের উত্থান-পতন

দেশের টালমাটাল অবস্থা নিয়ে দেশ-বিদেশের আড্ডাগুলোতে সমালোচনার অন্ত নেই। কিন্তু আমাদের জনসংখ্যার হার যদি ক্যানাডা-অ্যামেরিকায় হত তাহলে তারা সোজা আটলান্টিকে তলিয়ে যেত তা কেউ বলে না। এইটুকু দেশে তেরো কোটি লোকের মুখে অন্ন-সব্জী-মাছ-মাংস যোগাচ্ছেন আমাদের কৃষকরা, কোন ধন্যবাদ তাঁদেরকে কেউ দেয় না। গার্মেন্ট-কর্মীরা অসাধারণ বিপ্লব ঘটিয়েছেন, যন্ত্রপাতি তৈরী হচ্ছে, ওষুধ, চামড়া আরও কত কিছু রপ্তানী হচ্ছে কিন্তু কেউ তাঁদের "ছাবাছি" দেয় না। এ উন্নতিগুলো হচ্ছে নট ফর দি গভর্নমেন্ট বাট ইন স্পাইট অফ দি গভর্নমেন্ট। অর্থাৎ সরকারের জন্য নয় বরং সরকারের পরেও। জনগণ দেশটাকে অন্ততঃ দু'একটা দিক হলেও এগিয়ে নিচ্ছে - আমাদের সরকারগুলোর পরেও।

অর্থনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা, দুর্নীতি, শিল্প-সাহিত্য, প্রশাসন, পরিবেশ, বন ও খনিজসম্পদ, প্রভৃতি প্রতিটি বাগানেই ফুল ফোটানোর দায়িত্ব প্রধানতঃ সরকারের, বহু রকমের মন্ত্রনালয় সেজন্যই আছে। কিন্তু ফুলগাছ না লাগিয়ে ফেলে রাখলে কোন বাগানই শুন্য থাকবে না, আগাছার জন্ম হবেই এটা প্রাকৃতিক নিয়ম। আমাদের মুল্যবোধের বাগান উপেক্ষিত হয়েছে মোটামুটি একটানা পঁয়ত্রিশ বছর। সময়টা মারাত্মক রকমের দীর্ঘ। তাই সে বাগানে অনেক আগাছা শক্তভাবে বসে গেছে। যেমন, প্রশাসনিক দুর্নীতি ছিল আগে থেকেই, এখন সেটা এত সর্বগ্রাসী হয়েছে যে জাতি বাধ্য হয়ে সেটা মেনে নিয়েছে। অস্তিত্বের চেয়ে দুর্নীতিটা মেনে নেয়াটাই ঘোরতর অশনি সংকেত। শরীর যদি রোগ মেনে নেয় তবে ওষুধের পক্ষে কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে। আরেকটা উদাহরণ হল জামাতের প্রচন্ড উত্থান। অরাজনৈতিক ইসলামের ফুলগাছ লাগালে এ আগাছার জন্ম প্রাকৃতিক নিয়মেই হতনা।

মধ্যপ্রাচ্যের জনগণ সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়া আর কিছু এখনো বোঝে না। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে যখন মুসলিম-প্রধান দেশগুলো স্বাধীন হল তখন মধ্যপ্রাচ্য ছাড়া পাকিস্তানের জিন্না, মিসরের নাসের, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ, ইরাণের ডঃ মোসাদ্দেক, মরক্কো-তিউনিশিয়া-লিবিয়া-আলজিরিয়া-মালয়েশিয়ার সরকার সবাই ছিলেন বাস্তবে ধর্মনিরপেক্ষ। পশ্চিমেও তখন ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের জয়জয়কার, সে আদলে মুসলিম সমাজের বিবর্তন ছিল স্পষ্টতঃই দৃশ্যমান। শারিয়ার খলচরিত্র উপলব্ধির কারণে মুসলমানেরাই তাকে সংশোধন করে "মুসলিম আইন" প্রণয়নের চেষ্টা করেছেন তখন, সেটা এখনও চলছে। রাজনীতির ময়দানে জামাতি-দর্শনের প্রত্যক্ষ অনুপস্থিতি ছিল বটে, কিন্তু সে অনুপস্থিতি সাংবিধানিক ছিল না, ছিল শুধুমাত্র সামাজিক-সাংস্কৃতিক। ভাইরাসের মত জনান্তিকে সে ছিল সুযোগের অপেক্ষায় রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের ধর্মীয় আবেগ নিয়ে কত রকম ধ্বংসাত্মক খেলা করা সম্ভব তা বোধ হয় গান্ধী-জিন্না-নেহেরুর জানা ছিলনা, সে সময়ে থাকার কথাও নয়। তাই শুরু থেকে ভারত-পাকিস্তানে ধর্মীয় রাজনীতিকে সাংবিধানিকভাবে বাদ দেয়া হয়নি।

শতাব্দী ধরে পরাধীন থাকার পর স্বাধীন হয়ে স্বভাবতঃই এসব দেশের জনগণের আশা-আকাংখা, আবেগ ও স্বপ্নের চাপ ছিল অসীম। তাঁরা সরকারের কাছে চেয়েছিলেন সব সমস্যার ম্যাজিক-সমাধান। ক্ষেত্রবিশেষে এ আশা ছিল অবাস্তবও। ছোটবেলায় শুনেছি, পাকিস্তানের জন্ম-সময়ে শোনা যেত এখন আর কোন অপরাধ থাকবে না, তাই পুলিশ-কোর্টকাচারি-জেলখানা কিছুই থাকবে না। সেটা নাহয় অবাস্তব, কিন্তু প্রত্যেকটি দেশে একের পর এক সরকারগুলো ব্যর্থ হতে থাকল জনগণের সাধারণ বাস্তব আশা পুরণেও। দুর্নীতিপরায়ণ, ষড়যন্ত্রী, আপোষকামী ও অযোগ্য রাজনেতিক নেতৃত্বের হাতে পড়ে সেই যে ঘুরপাক খেতে থাকল ধর্ম-নিরপেক্ষ মুসলিম-বিশ্ব, আজও তার শেষ হয় নি। দিনে দিনে বেড়ে গেল জনগণের দুর্দশা, বেড়ে গেল হতাশা আর ক্ষোভ। মিসর থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্য্যন্ত বিকল্প নেতৃত্বের জন্য মরিয়া হয়ে উঠল জনগণ। আঘাত এল প্রধানতঃ কয়েকটা দিক থেকে।

(১) রাজনৈতিক নেতৃত্বের শুন্যতা পূরণ করতে এগিয়ে এল জামাত, শারিয়া-ভিত্তিক ইসলামি রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠাকে যে ইসলাম মনে করে। সরকারগুলোর ব্যর্থতাকে সে দক্ষ হাতে কাজে লাগিয়ে নিজেকে সক্ষম বিকল্প হিসেবে

সুপ্রতিষ্ঠিত করল। (২) কাশ্মীর-প্যালেষ্টাইনের স্বাধীনতা যুদ্ধকে আত্মঘাতীভাবে ইসলামি ধর্মবিশ্বাসের সাথে জুড়ে দেয়া হল। স্বাধীনতা-যুদ্ধ আমরাও করেছি, জিতেছিও কিন্তু শতকরা সত্তর জন মুসলমান হবার পরেও জিতবার জন্য আমাদের "ইসলামি জিহাদ"-এর দরকার হয়নি। সে অধিকার আমাদের ছিল, ধর্মবিশ্বাসের আবেগের চাপও ছিল কিছু কিছু মুক্তিযোদ্ধার। কিন্তু ওই ঘোষনার জটিলতা ও কুফল বাংলার তাজ তাজউদ্দীনের হাড়ে হাড়ে জানা ছিল। (৩) মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল-অ্যামেরিকা-বৃটেনের খোলাখুলি অন্যায় ও সম্প্রতি ভারত-বলকানের মুসলমানের ওপর গণহত্যা। এই একটা ভালো কাজ সে করেছে, এসব অন্যায়ের প্রাণপন ও ক্রমাগত প্রতিবাদ করে চলেছে। মুশকিল হচ্ছে এই যে, এতে সে হয়ে উঠেছে মুসলিম-বিশ্বের নেতা ও ইসলামের অঘোষিত মালিক, এবং তার চেষ্টাকে ওই প্রতিবাদের মধ্যে সীমিত না রেখে তার অপদর্শন ইসলামি রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা করছে। (৪) সৌদি-বাদশাদের অনৈসলামিক কর্মকান্ড, এ ব্যাপারে আর কিছু বোধহয় বলার দরকার নেই। (৫) স্থানীয় উপাদানের অপব্যবহার, যেমন মসজিদ-মাদ্রাসার অপব্যবহার, প্রশাসনে অনুপ্রবেশ, ইসলামের নামে পরা-জামাতি সংগঠনের প্রতিষ্ঠা আর কোন না কোন ছুতোয় জনগণের মধ্যে ইসলামী জোশের হুংকার জিইয়ে রাখা। বাংলাদেশে তসলিমা, ভারত, হুমায়ুন আজাদ, আহমদিয়া ইত্যাদি এর উদাহরণ। কারণ না থাকলে বাহানা-ই সই, তাই নিয়ে হৈ হৈ করে আকাশ-পাতাল সে করবেই। মুসলিম-বিশ্ব যত না অজ্ঞ তার বেশী আবেগতাড়িত। এসব ফাঁদে পড়তে অনেকেরই দেরী লাগে না, জামাতের মোহনীয় নিয়ন্ত্রনে সে হয় সুখের বন্দী আর উন্মত্ত খুনী।

দেশে-বিদেশে কিছু ঘটনা যেভাবে তার পক্ষে কাজ করছে তাতে জামাত বাংলাদেশে আরও কিছুদিন মাতব্বরি করবে তা ধরে নেয়া যায়। ইরাক-আফগানিস্থানে অ্যামেরিকা সামরিক-বিজয়ী হলেও শারিয়ার হাতে ধরাশায়ী। ইউরোপ-ক্যানাডায় সফল অনুপ্রবেশেও জামাত বিলক্ষ্মণ উৎসাহিত, সময় পেলে এ ব্যাপারে পরে বিস্তারিত লিখব। দেশের রাজনৈতিক মেরুকরণেও জামাত এখন চমৎকার চাণক্য। জামাত-প্রভাবিত সরকার হয়েছে, কিন্তু পুরো জামাতি-সরকার কোনদিনই হবেনা। কারণ বাংলাদশ আফগানিস্তান-পাকিস্তান নয়, এখানে বেশ কিছু দৃশ্য-অদৃশ্য জামাত-বিরোধী শক্তি কাজ করছে নিরন্তর। বিশেষ করে আমাদের নারী-সমাজের ওপরে আমার অগাধ আস্থা আছে। আমরা পারছিনা, কিন্তু শাড়ীটা কোমরে আচ্ছামত গুঁজে নিয়ে জামাতকে পুরোদস্তুর ঝাঁটা-পেটা তাঁরাই করতে পারবেন। নিজেদের সম্মান আর অধিকারের জন্যই ওটা তাঁদের করতে হবে, আমরা সাথে আছি।

অ্যামেরিকা-বৃটেনের নিয়ত ভাল হলে, মুসলিম-বিশ্বের ধর্মনিরপেক্ষ সরকারগুলো ব্যর্থ না হলে জামাত এতদিনে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হত। ইউরোপের গীর্জা-সরকার বা ভারতের পুরুত-শাসনের মতই জামাতের পতনও অবধারিত। সফল ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের শর্ত ছাড়াও এর গুরুতর কারণ রয়ে গেছে জামাতের ইতিহাস ও অপদর্শনের ভেতরেই। মুখে অনর্গল ইসলামের কথা বলব আর ভিন্নমতের টুঁটি চেপে কল্লা কাটব, অমুসলিম আর নারীর চাক্ষুষ সাক্ষ্য বাদ দেব, কোরাণের অপব্যখ্যা করে ইচ্ছেমত বৌ-পেটানোর, তালাকের আর বিয়ে করার অখন্ডনীয় অধিকার রাখব, নারীদের চিরকাল অর্ধেক উত্তরাধিকার দেব, ইসলামের নামে গণহত্যা আর গণধর্ষণ করব, অমুসলিম-বিশ্বের সার্টিফিকেট-অবদান-ইমিগ্রেশন নেব কিন্তু তার প্রতি ছড়াব ঘৃণা-অবিশ্বাস, দুনিয়ার সব সরকার উচ্ছেদ করে আমি হব রাজা, এই ভয়াবহ অশ্বডিম্ব মাথায় নিয়ে প্রাকৃতিক নিয়মেই কেউ চিরকাল এগোতে পারে না- ইসলামের ছদ্মবেশেও না। বিশ্ব-মানবের জন্য ধর্ম কতবড় অভিশাপ হয়ে উঠতে পারে জামাত তার জ্বলন্ত উদাহরণ। লক্ষ-কোটি উজাড় গ্রামের, লক্ষ কোটি এতিমের আর নিরপরাধীর মৃতদেহের, লক্ষ-কোটি বেআব্রু লাঞ্ছিতা মা-বোনের নিরন্তর ঘৃণার অভিশাপে সে অভিশপ্ত। এই অভিশপ্ত অচলায়তনের পাপের ভারেই তার তাসের প্রাসাদ একদিন ছিন্নভিন্ন হয়ে নিঃসন্দেহে ধ্বসে পড়বে চিরদিনের জন্য, ফুটে উঠবে অরাজনেতিক ইসলামের ফুল।

ভবিষ্যতের দিকচক্রভালে সে ইংগিত এখনই সুস্পষ্ট।

১২ এপ্রিল ৩৫ মুক্তিসন (২০০৫)